গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৫৪তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	তসলিমা কানিজ নাহিদা মহাপরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
সভার তারিখ	:	২০ নভেম্বর ২০২৫
সময়	:	সকাল ১১:০০ টায়
স্থান	:	বোর্ডের সভাককক্ষ

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর উপপরিচালক (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ১। উপপরিচালক (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, সর্বশেষ ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৫৩তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কোনরূপ সংশোধনী বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। কাজেই ৫৩তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ২। সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৫৩তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	**"দিলকুশা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ভবন নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্প:**		
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ব্যবস্থাপনায় ৪টি বেইজমেন্টসহ ১২তলা বিশিষ্ট "দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন"-নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ০৫/০৬/২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কতিপয় সংশোধনীপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি ৭/১০/০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে **০৯/১১/২০২৫** তারিখ নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন: (ক) প্রকল্পের নামটি পূর্ণরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ "দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "দিলকুশা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ভবন নির্মাণ" নামকরণ করতে হবে; (খ) পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অনুমোদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টার অনুমোদন নেয়া হয়নি; (গ) ডিপিপি-এর ৪৬ পৃষ্ঠায় Rough Estimate উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অনুমোদন নেওয়া হয়নি; (ঘ) Physical এবং Price Contingency-এর ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ডিপিপিতে উল্লেখ নেই। এই দুই খাতে ১% বা ২% টাকার সংস্থান থাকলে ৮-১০ কোটি সাশ্রয় হবে; (ঙ) এ প্রকল্পের Exit Plan তথা প্রকল্প শেষ হলে কে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন)

	রক্ষণাবেক্ষণ করবে বা জনবল ব্যবস্থা কেমন হবে তা উল্লেখ নেই; এবং (চ) পরিকল্পনা কমিশন হতে ৪০১.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছিলো, কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন-এর ০৫.০৬.২০২৪ তারিখের PEC সভায় ৩৪৫.৩৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৫৬.৬৬ কোটি টাকা কম, যা কোন কোন খাতে কমানো হয়েছে তার তুলনামূলক বিবরণী নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর বর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তিপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য অনুরোধ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর বর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তিপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৯/১১/২০২৫ তারিখ বোর্ডে প্রেরণ করেছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
(২)	**“মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প:**		
	৩টি বেইজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট “মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন”-নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ১৩/১১/২০২৪ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কতিপয় সংশোধনীপূর্বক Recast DPP প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর ২৭/০১/২০২৫ তারিখ স্থাপত্য নকশা বোর্ডে প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৭/০১/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে “মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ” রাখা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ৩০/০১/২০২৫ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়। স্থাপত্য নকশা এবং জনবল সম্পর্কিত তথ্য ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানের ২টি প্রকল্পের প্রস্তাব একই সাথে প্রেরিত হয়েছে বিধায় এ প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ পরবর্তীতে সম্মতি প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সাথে যথাযথ যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য যোগোযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন)
(৩)	**সরকারি কর্মচারীগণের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:**		
	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের জন্য সেবা ও অনুদান কেন্দ্র বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গাজীপুরে দক্ষিণ পানিসাইল মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত এসএ-২৮ আরএস-৫৪ দাগে ৩.৩৪২৫ একর এবং এসএ-৩৯ আরএস-৫৬ দাগে ০.৩৬ একর একুনে ৩.৭০২৫ একর চালা শ্রেণির জমি ১০,০০১/- প্রতীকী মূল্যে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত লীজ দলিল (রেজিস্ট্রেশন) গ্রহণ করা হয়। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও গেট স্থাপন করার নিমিত্ত পরিচালক (উন্নয়ন)-কে সভাপতি করে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং	দ্রুততম সময়ে ভূমিটির দখল গ্রহণ ও সার্বিক বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন)

	প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।		
(৪)	**চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন নির্মাণ:**		
	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ১০৪.৯৪ শতাংশ (৩.১৮ বিঘা) জমিতে ৩টি বেইজমেন্টসহ ২০তলা বিশিষ্ট কল্যান ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১৭/০৬/২০২৫ তারিখ স্থাপত্য নকশা পাওয়া গেছে। স্থাপত্য নকশা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০২ জুলাই ২০২৫ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখ স্থাপত্য নকশার ওপর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নকশার বিষয়ে কতিপয় সংশোধনীর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১৭/০৯/২০২৫ তারিখ স্থাপত্য নকশা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত নকশাটি অনুমোদনসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত স্থাপত্য নকশার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন) ২।পরিচালক,বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-৪ চট্টগ্রাম
(৫)	**বান্দরবান জেলা শহরে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন:**		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নামে বান্দরবান মৌজায় দাগ নম্বর-১৮৬৯ ও ১৮৭০ দাগে ০১ একর জমিটি ১৯৮৪ সালে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। উক্ত জমিতে বোর্ড কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। সীমানা প্রাচীরের চলমান অবস্থায় জনৈক উৎসব ঘোষ রিট পিটিশনারগণের পক্ষে আমমোক্তার হয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোট ডিভিশনে একটি রিট মামলা (মামলা নম্বর ৭১০৫/২০২৫) দায়ের করায় কোর্ট হতে নির্মাণ কাজ ৩ মাসের জন্য স্থিতাবস্থা আদেশ জারি করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। উক্ত মামলায় সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, সচিব, পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য উন্নয়ন কাউন্সিল, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বান্দরবান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বান্দরবান ও হেডম্যান ৩১৩ নম্বর বান্দরবান মৌজা এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) জনাব মোঃ বদিউজ্জামান তপাদার ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত জমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হলেও কল্যাণ বোর্ড কে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। মহামান্য হাইকোর্ট এর রিট পিটিশন মামলা নম্বর ৭১০৫/২০২৫, তারিখ- ১৯/০৫/২০২৫ এর মাধ্যমে জারীকৃত স্থিতাবস্থার মেয়াদ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে শেষ হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের হোল্ডিং নম্বর- ৭৫৬ এ কোন মামলা নাই। উক্ত মামলায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। এছাড়া বিরোধপূর্ণ জমিটি ১৯৮৯ সালে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বোর্ডের ভূমি ১৯৮৪ সালে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জায়গার ওপর কোন আপত্তি দেয়া হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে একজন সরকারি কৌশলীর আইনি পরামর্শ গ্রহণপূর্বক সীমানা প্রাচীরের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত জেলা প্রশাসক বান্দরবান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়ার মতামত ব্যক্ত করে। এ কারণে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক বান্দরবানকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম সভায় অবগত করেন। মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবী নিয়োগসহ ভূমিটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	"Rest House Cum Resort" নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study-র মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য গঠিত কমিটির কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন) ২।পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম
(৬)	**বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং এ Rest House Cum Dormitory নির্মাণ:**		
	পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড (এপিএমবি) চট্টগ্রাম এর ১৭৮তম সভায় জেলা আবাসন বোর্ড, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন	ভূমি বন্দোবস্তের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত	১। পরিচালক (উন্নয়ন) ২। পরিচালক,

	চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজায় অবস্থিত একতলা বিশিষ্ট সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সরকারের দখলে থাকা বাড়িটি (গেজেট পৃষ্ঠা নং- ৯৭৬২ (১০৫), ক্রমিক নং-২১৬, মূল ভবন ২৪৮.৩২ বর্গমিটার, একটি রাস্তা ৮৭.৭০ বর্গমিটার, সীমানা প্রাচীর ১৩২.৭০ বর্গমিটার ও ড্রেন ৪৪.৩৪ বর্গমিটার এবং বাস্তব জমির পরিমাণ ২১ শতাংশ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১,০০,০০১ (এক লাখ এক) টাকা প্রতীকীমূল্যে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ/বিক্রয় প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ অভিজাত এলাকায় খাস/অর্পিত/পরিত্যক্ত জমি বন্দোবস্তকরণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব নিষ্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে জমিটির বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ ছায়ানথি প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় উল্লেখ করা হয়।	মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রাম
(৭)	**বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরিশালে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:**		
	বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল কর্তৃক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালে বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভবনের জন্য বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বরিশাল-তালতলি-শায়েস্তাবাদ সড়কের সরকারি হাঁস মুরগীর খামার সংলগ্ন জে.এল, ৪৮ নং আমানতগঞ্জ মৌজার এস.এ. ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৭৯৫ নং দাগের ২.০০ (দুই) একর এস.এ. জরিপে ভিটা শ্রেণি হিসেবে রেকর্ডভুক্ত (ঝিল/ডোবা হিসেবে বর্তমানে পরিত্যক্ত) জমিটি বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩/০১/২০২৫ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়। জেলা প্রশাসক বরিশাল কর্তৃক ১৪/১০/২০২৫ তারিখ (ভূমির স্কেচ ম্যাপ, লোকেশন ম্যাপ, দাগ সূচি ও খতিয়ানের কপি, আনুষঙ্গিক কাজগপত্র) সুপারিশসহ প্রস্তাবনা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাসজমি-২ শাখায় যোগাযোগ করা হলে জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জানা যায়। সভায় প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়।	ভূমি মন্ত্রণালয় প্রেরিত জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল
(৮)	**পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:**		
	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী কর্তৃক কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য কুয়াকাটা মৌজার ২৫৮৮ নম্বর দাগের ভিটি শ্রেণির ০.১২ একর ও ২৫৮৯, ২৫৯০ নম্বর দাগের বাড়ি শ্রেণির ০.৪৭ ও ০.১০ একরসহ মোট ০.৬৯ (শূন্য দশমিক ছয় নয়) একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে ১৩/০৯/২০২২ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত ভূমিটিতে ৩টি দেওয়ানি মামলা (২১৬/২০২১, ১৮৫/২২ এবং ১১৬/২১) চলমান থাকায় বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে ভূমি মন্ত্রণালয় ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীকে অবগত করেন। কাজেই মামলাটি নিষ্পত্তিকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল
(৯)	**মাসিক কল্যাণভাতার রিকোনসাইলকরণ সংক্রান্ত:**		
	সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অক্ষম হলে এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) বছর এবং চাকরিজীবী অবসর প্রাপ্তির ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে (সর্বোচ্চ ৬৯ বছর বয়স পর্যন্ত) মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ থেকে ১০ বছরের অবশিষ্ট	(ক) সকল কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ কার্ড সংগ্রহপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন), ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)

	সময় পর্যন্ত ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ থেকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কল্যাণ ভাতার কার্ডের মেয়াদ সবোর্চ্চ ১৫ বছর। কাজেই যে সকল কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে সে সকল মেয়াদ উত্তীর্ণ কার্ড ব্যাংক থেকে সংগ্রহপূর্বক রিকোনসাইল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া কল্যাণ ভাতার কার্ডের রিকোনসাইল কার্য সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।		
(১০)	**ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ কার্যক্রম:**		
	(ক) প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদকরণ অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটের সকল মেনু ও সেবাবক্সের সকল লিংক নিয়মিত ও সঠিকভাবে হালনাগাদপূর্বক প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করতে হবে; (খ) বিভাগীয় কার্যালয়ের ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ পূর্বক প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল), ৩। সিস্টেম এনালিস্ট
(১০)	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম:**		
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কোন নির্দেশনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কোন নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন); ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল); ৩। সিস্টেম এনালিস্ট।
(১১)	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:**		
	২০০৪-২০০৮ অর্থবছরের ৪টি SFI আপত্তি মধ্যে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অপর ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুপারিশসহ জবাবটি অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ৪টি Non-SFI অডিট আপত্তি মধ্যে ১টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অপর ৩টি আপত্তির জবাব প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২টি SFI অডিট আপত্তি মধ্যে ১টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ১টি আপত্তির জবাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যদিকে, ২টি Non-SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪টি Non-SFI অডিট আপত্তি মধ্যে ২টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অপর ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব আইটি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। Audit Management and Monitoring System- 2.0 (AMMS-2.0) সফটওয়্যারে দৃশ্যমান ৯৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৩টি অডিট আপত্তি Reconciliation এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮০টি অডিট আপত্তি Reconciliation এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২১/০৭/২০২৫ তারিখে ৪১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রদান করা হয়। সর্বশেষ গত ১৮/১১/২০২৫ তারিখ যোগাযোগ করা হলে, অডিট অফিস হতে মৌখিকভাবে জানানো হয় এখনো Reconciliation কাজ সম্পন্ন হয়নি তবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে Reconciliation কাজ সম্পন্ন করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সবোর্চ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে; (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
(১২)	**অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:**		
	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) এর লক্ষ্যমাত্রা ৬০ ঘন্টা নির্ধারণপূর্বক বোর্ডের	(ক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১। পরিচালক (প্রশাসন) ২। পরিচালক, বিভাগীয়

	২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। ০৪/০৯/২০২৫ তারিখ কল্যাণ ডেস্ক সেবা" ৩০/১০/২০২৫ তারিখ ibas++ পদ্ধতিতে বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অডিট বিষয়ক সফটওয়্যারে কার্যক্রম সম্পর্কিত ১৮/১১/২০২৫ তারিখ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ প্রশিক্ষণ এবং ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের অনলাইন সিস্টেম (welfare.bkkb.gov.bd) এর ব্যবহার ও যুগোপযোগীকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক নির্বাচনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।	(Inhouse training) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	কার্যালয় (সকল)
(১৩)	**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা Grievance Redress System (GRS):**		
	বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ Grievance Redress System (GRS) **এর সাথে যুক্ত রয়েছে। উক্ত সিস্টেমে প্রাপ্ত অভিযোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বর্তমানে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%।** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে www.grs.gov.bd সিস্টেমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে www.grs.gov.bd এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
(১৪)	**সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন:**		
	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত হালনাগাদ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া 'বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সিটিজেন্স চার্টার পরিবীক্ষণ কমিটি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের সাথে এ বিষয়ে প্রয়োজনে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে;	১। পরিচালক (প্রশাসন), ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল), ৩। সিস্টেম এনালিস্ট
(১৫)	**তথ্য অধিকার:**		
	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং সকল প্রতিবেদন সঠিকভাবে ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(১) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে; (২) সকল প্রতিবেদন সঠিকভাবে ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট সেবাবক্সে আপলোড করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল), ৩। সিস্টেম এনালিস্ট,
(১৬)	**শাখা পরিদর্শন:**		
	বোর্ডের প্রধান এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্যদান করা হয়। প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	সচিবালয় নির্দেশমালা মোতাবেক শাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১। পরিচালক (প্রশাসন), ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
(১৭)	**বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণে ভর্তি প্রক্রিয়া মাইগভ প্ল্যাটফর্মের (my Gov) মাধ্যমে সম্পাদন:**		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়সহ ৫টি বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ও বরিশালের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যগণকে কম্পিউটার অফিস কোর্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেলাই, ব্লক, এমব্রয়ডারি, কনফেকশনারি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।	কারিগরি প্রশিক্ষণে ভর্তি প্রক্রিয়া মাইগভ প্ল্যাটফর্মের (my Gov) মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন); ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।

	এই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ, ভর্তি ফি গ্রহণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইতোঃপূর্বে ২০২২ সালে বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভর্তির প্রক্রিয়া' myGov প্লাটফর্ম (একসেবা) এর সাথে ইন্টিগ্রেশনপূর্বক অনলাইনে সম্পাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কারিগরি প্রশিক্ষণে ভর্তি ফি অনলাইনে প্রদান/ গ্রহণের বিষয়টি myGov এ প্রক্রিয়াধীন থাকায় ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে mygov এ 'এক'পে" এর মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট এর অপশন এবং ওয়ার্ক ফ্লো ইঞ্জিন চালু হয়েছে। সে অনুযায়ী বোর্ডের উক্ত সেবাটি mygov এর মাধ্যমে সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে ০৯/১০/২০২৫ তারিখ প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।		
(১৮)	**বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন অনুদানের প্রাপ্ত আবেদন, নিষ্পত্তিকৃত আবেদন ও অনিস্পন্ন আবেদনের তথ্য প্রেরণ:**		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন অনুদানের প্রাপ্ত আবেদন, নিষ্পত্তিকৃত আবেদন, অনিষ্পন্নকৃত আবেদনের হিসাব এবং সেবাখাতের মঞ্জুরিকৃত অর্থের খাতভিত্তিক ব্যয় উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া মাসিক কল্যাণভাতার ব্যয়বিবরণী হিসাব ব্যাংকের সাথে রিকনসাইলপূর্বক প্রতি অর্থবছরে ৩১ ডিসেম্বর ও ৩০ জুন রির্পোট প্রদান করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। অনিষ্পন্ন আবেদনসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করার বিষয়েও অভিমত ব্যক্ত করা হয়। মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনে নির্ধারিত ছক মোতাবেক অনুদানসমূহের তথ্য প্রেরণের বিষয়ে অবতারণা করা হয়।	(ক) সেবাখাতের মঞ্জুরিকৃত অর্থের খাতভিত্তিক ব্যয় উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনে নির্ধারিত ছক মোতাবেক অনুদানসমূহের তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)
(১৯)	**মাসিক কল্যাণ অনুদানের সফটওয়্যার ও সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার' এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, কল্যাণ অনুদান API Link এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ এবং রিকনসাইল প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্নকরণ**		
	বোর্ড হতে সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরের পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩,০০০/- (তিন হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়। কল্যাণ অনুদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়। প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে সারাদেশে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদানের আদেশনামা কার্ডের পরিবর্তে সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্যসম্বলিত আদেশ (Welfare Grants Order) জারিপূর্বক সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় ও সেবাগ্রহীতাগণকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক সেবাগ্রহীতার ১ম ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়ার পর কল্যাণ অনুদানের মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতাগণকে মাসে একদিন সোনালী ব্যাংক হতে Online Transfer এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। সেবাগ্রহীতাগণ সরকারি পেনশন প্রদান ব্যবস্থার মত প্রতি ১০ মাস পর ১১তম মাসে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে "লাইফ ভেরিফিকেশন" সম্পন্ন করে থাকেন। ফলে প্রতি মাসে আদেশনামা কার্ড নিয়ে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়া ও ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশনামা কার্ডে স্বাক্ষর প্রদান, কার্ডটি ১৫ বছরব্যাপি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই এবং কার্ড হারানো বা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এতে সেবাগ্রহীতাগণের ভোগান্তি কমেছে, কর্মঘন্টা ও ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে বোর্ডের কল্যাণ অনুদানের সফটওয়্যার ও	১. বোর্ডের সফটওয়্যার হতে মাসিক কল্যাণ অনুদান এর অনুমোদিত Welfare Grants Order এর তথ্যাবলি ০১/১২/২০২৫ হতে বোর্ডের স্ব স্ব কার্যালয় থেকে API Link এর মাধ্যমে হার্ডকপি ব্যতীত সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে; ২. সেবাগ্রহীতাগণ Welfare Grant Order প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় উপস্থিত হয়ে ১ম লাইফ ভেরিফিকেশন সম্পন্নপূর্বক ৩ কার্যদিবসের মধ্যে সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে মঞ্জুরিকৃত অর্থ (বকেয়াসহ) সোনালী ব্যাংক কর্তৃক Online Transfer এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে; ৩. সেবাগ্রহীতাগণের সর্বশেষ উপস্থিতির প্রতি ১০ মাস পর ১১তম মাসে সংশ্লিষ্ট শাখায়	পরিচালক, সকল কার্যালয়

	সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার'এর সাথে API Link এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। API Link এর লাইভ কার্যক্রম চালু হলে অনুমোদিত Welfare Grants Order এর হার্ডকপি সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করার প্রয়োজন নেই। Welfare Grants Order আদেশের তথ্যাবলি কল্যাণ বোর্ডের সফটওয়্যার হতে সোনালী ব্যাংকের সফটওয়্যারে প্রেরণ করা হবে এবং ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক(সচিব) এর সভাপতিত্বে গত ২৬/১০/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের সকল শাখা তাদের সফটওয়্যারে ১৫/১১/২০২৫ তারিখ থেকে ম্যানুয়ালি ডাটা এন্ট্রি বন্ধ করেছে। বোর্ডের স্ব স্ব কার্যালয় থেকে অনুমোদিত কল্যাণ অনুদানের জিও এর তথ্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করা যেতে পারে এবং কোন হার্ডকপি প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের নিকট Welfare Grants Order এ কোন ভুল/ত্রুটি গোচরিভূত হলে ব্যাংক তা কল্যাণ বোর্ডে ফেরত পাঠাবে এবং কল্যাণ বোর্ড যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সংশোধন করে পুনরায় সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করবে। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রতি মাসে কল্যাণ অনুদান সেবাগ্রহীতাগণের ব্যাংক হিসাবে Online Transfer এর মাধ্যমে প্রেরণের পর অপর একটি API Link এর মাধ্যমে বোর্ডের সফটওয়্যারে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে। যার মাধ্যমে Real Time Reconciliation করা সম্ভব হবে বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে পূর্বের মাসের মেয়াদোত্তীর্ণ কার্ড কল্যাণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরত পাঠানো এবং স্ব-স্ব বিভাগীয় কার্যালয় ও সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সাথে কল্যাণ অনুদানের রিকনসাইল কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়।	উপস্থিত হয়ে সেবাগ্রহীতা-গণের "লাইফ ভেরিফিকেশন" সম্পন্ন করতে হবে; ৪. API Link এর লাইভ কার্যক্রম চালুর পর সোনালী ব্যাংকের নিকট কোন ভুল/ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশোধনের জন্য ব্যাংক তা বোর্ডে ফেরত পাঠাবে এবং বোর্ড যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সংশোধনী পুনরায় সোনালী ব্যাংকে প্রেরণ করবে; ৫. বোর্ডের স্ব স্ব কার্যালয় প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রিকনসাইল কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক সোনালী ব্যাংক হতে মেয়াদোত্তীর্ণ কার্ড ফেরত আনবে; ৬. সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অপেক্ষমান কল্যাণ অনুদানের সকল কার্ড/জিও এর তথ্য সোনালী ব্যাংকের 'অনলাইন ডিডিপি পেমেন্ট সফটওয়্যার' এ ০৪/১২/২০২৫ তারিখের মধ্যে ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করে আপডেট করতে হবে।	
(২০)	বিবিধ:		
	(ক) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রতিবছর জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ পারিপার্শ্বিক কারণে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জানুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করার হয়। (খ) বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির সংখ্যার বিবরণ সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জানুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; (খ) বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির সংখ্যার বিবরণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। পরিচালক (উন্নয়ন) ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)

৩। মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
মহাপরিচালক (সচিব)